Toppersnotes®
Unleash the topper in you

WBPSC

Miscellaneous (Prelims)

West Bengal Public Service Commission (WBPSC)

খণ্ড - ৩ (Volume - 3)

ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল (Indian Economy, Politics and Geography of West Bengal)

SIERRA INNOVATIONS

INDEX

ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল (Indian Economy, Polity and Geography of West Bengal)		
1.	ভূমিকা – অর্থনীতি Introduction-Economy	1
2.	জাতীয় আয় (National Income)	3
3.	অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র (Sectors of The Economy)	5
4.	ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India)	7
5.	ভারতে ব্যাংকিং (Banking In India)	10
6.	দ্রা (MONEY)	14
7.	মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যবসায়িক চক্র (Inflation And Business Cycle)	15
8.	ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning In India)	17
9.	ভারতে কর কাঠামো (Tax Structure In India)	20
10.	ভারতে সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance In India)	22
11.	ভারতে বাহ্যিক ক্ষেত্র (External Sector In India)	24
12.	ভারতে মানব উন্নয়ন (Human Development In India)	26
13.	অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা	28
14.	অর্থনীতির ওয়ান লাইনার	32
ভারতীয় রাজনীতি (Indian Polity)		
15.	ভারতের সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি	50
16.	ভারতীয় সংবিধান গঠনের ইতিহাস (Making of the Constitution)	57
17.	ভারতীয় সংবিধানের উৎসসমূহ (Sources of the Indian Constitution)	60
18.	ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the Indian Constitution)	62

19.	ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble of the Indian Constitution)	64
20.	ভারতীয় ইউনিয়ন ও তার এলাকা (Union and Its Territory)	66
21.	মৌলিক অধিকার	71
22.	রাষ্ট্রের নীতিগত নির্দেশাবলী (Directive Principles of State Policy - DPSP)	73
23.	মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)	76
24.	ভারতের রাষ্ট্রপতি	78
25.	ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি	81
26.	ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মহা হিসাব পরীক্ষক (CAG)	83
27.	ভারতের সংসদ (The Parliament of India)	85
28.	ভারতের রাজ্য বিধানসভা	88
29.	রাজ্যপাল (The Governor)	90
30.	ভারতের বিচার ব্যবস্থা (Judiciary System of India)	92
31.	দলত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-Defection Law)	96
32.	ভারতের সংবিধানে জরুরি পরিস্থিতির বিধান	98
33.	ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন (Amendments)	102
34.	ভারতের সংবিধান: একটি সারসংক্ষেপ (Indian Constitution Overview)	104
35.	কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্ক (Centre–State Relations)	107
36.	পঞ্চায়েতি রাজ	110
37.	মিউনিসিপ্যালিটি	112
38.	ভারতের সংবিধানের তফশিল (Schedules)	114

পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল (Geography of West Bengal)

39.	পশ্চিমবঙ্গের আকার ও অবস্থান	116
40.	পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ (Physiographic Divisions)	120
41.	পশ্চিমবঙ্গের নদনদী (Drainage System of West Bengal)	124
42.	পশ্চিমবঙ্গের শিল্প (Industries in West Bengal)	131
43.	পশ্চিমবঙ্গের জনপরিসংখ্যান (আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী)	134
44.	পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Soil and Vegetation of West Bengal)	137
45.	পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ ও শিল্প (Resources and Industry of West Bengal)	139
46.	পশ্চিবঙ্গের জলবায়ু ও ঋতু (Climate of West Bengal)	141
47.	পশ্চিমবঙ্গের কৃষি (Agriculture in West Bengal)	142
48.	পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	143
49.	পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন ব্যবস্থা	145

1 অধ্যায়

ভূমিকা – অর্থনীতি Introduction-Economy

ভূমিকা – অর্থনীতি INTRODUCTION-ECONOMY

- এ. জে. ব্রাউন (A. J. Brown) এর মতে, **অর্থনীতি** (Economy) শব্দটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে, "একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন করে।" জে. আর. হিকস (J. R. Hicks) এটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "অর্থনীতি হলো উৎপাদক এবং শ্রমিকদের একটি সহযোগিতা, যা ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে পণ্য ও পরিষেবা তৈরি করে।"
- অর্থনীতি বিষয়টি দুটি শাখায় বিভক্ত, যথা, **ক্ষুদ্র অর্থনীতি** (Micro Economics) এবং **বৃহৎ অর্থনীতি** (Macro Economics)।
- 'মাইক্রো ইকোনমিক্স' এবং 'ম্যাক্রো ইকোনমিক্স' শব্দ দুটি অর্থনীতিতে প্রথম ব্যবহার করেন নরওয়েজিয়ান অর্থনীতিবিদ **র‍্যাগনার ফ্রিশ** (Ragner Frisch) ১৯৩৩ সালে।
- **জন মেনার্ড কেইনস** (John Maynard Keynes)-কে বৃহৎ অর্থনীতির জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বৃহৎ অর্থনীতি (Macro-economics)

- অর্থনীতির যে শাখা একটি গোটা অর্থনীতির আচরণ এবং কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা করে।
- এটি **জাতীয় উৎপাদন** (national output), **মুদ্রাস্ফীতি** (inflation), **বেকারত্ব** (unemployment) এবং **কর** (taxes)-এর মতো সামগ্রিক বিষয়গুলির অধ্যয়ন।
- কেইনসের প্রকাশিত **"The General Theory of Employment, Interest and Money"** আধুনিক বৃহৎ অর্থনীতির ভিত্তি।

ক্ষুদ্র অর্থনীতি (Micro-economics)

- ক্ষুদ্র অর্থনীতি হলো ব্যক্তিগত একক, যেমন - পরিবার, ফার্ম বা শিল্পের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অধ্যয়ন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System)

- **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** বলতে বোঝায় সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পাদনের একটি পদ্ধতি।
- **প্রধানত তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলি হলো:**
  1. **পুঁজিবাদী অর্থনীতি** (Capitalistic Economy)
  2. **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি** (Socialistic Economy)
  3. **মিশ্র অর্থনীতি** (Mixed Economy)

পুঁজিবাদী অর্থনীতি (Capitalistic Economy)

- **অ্যাডাম স্মিথ** (Adam Smith) হলেন 'পুঁজিবাদের জনক'।
- পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে **মুক্ত অর্থনীতি** (free economy) বা **বাজার অর্থনীতি** (market economy)-ও বলা হয়, যেখানে সরকারের ভূমিকা নগণ্য থাকে এবং বাজার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নির্ধারণ করে।
- একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকে। উৎপাদকরা **লাভের উদ্দেশ্যে** (profit motive) পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে। ব্যক্তিগত ব্যক্তির যেকোনো পেশা গ্রহণ এবং যেকোনো দক্ষতা বিকাশের স্বাধীনতা থাকে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান পুঁজিবাদী অর্থনীতির সেরা উদাহরণ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (Socialistic Economy)

- সমাজতন্ত্রের জনক হলেন **কার্ল মার্ক্স** (Karl Marx)।
- সমাজতন্ত্রকে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যেখানে প্রধান শিল্পগুলি সরকারের মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত থাকে। একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি **'পরিকল্পিত অর্থনীতি'** (Planned Economy) বা **'নির্দেশমূলক অর্থনীতি'** (Command Economy) নামেও পরিচিত।
- একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, সমস্ত সম্পদ সরকারের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত হয়। **জনকল্যাণ** (Public welfare) হলো সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য।
- এর লক্ষ্য হলো আয় ও সম্পদের বণ্টনে সমতা এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ।
- চীন, ভিয়েতনাম, পোল্যান্ড এবং কিউবা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উদাহরণ। তবে, বর্তমানে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অস্তিত্ব নেই।

মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)

- একটি মিশ্র অর্থনীতিতে **বেসরকারি এবং সরকারি উভয় ক্ষেত্রই** (private and public sectors) সহাবস্থান করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করে।
- এই অর্থনীতিতে, সম্পদ ব্যক্তি এবং সরকার উভয়ের মালিকানাধীন থাকে।
- মিশ্র অর্থনীতির উদাহরণ: **ভারত**, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ব্রাজিল।

2 অধ্যায়

জাতীয় আয় (National Income)

জাতীয় আয় (NATIONAL INCOME)

- **জাতীয় আয়** একটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি ব্যাপক পরিমাপ প্রদান করে। এটি দেশের **ক্রয় ক্ষমতা** (purchasing power) নির্দেশ করে। একটি অর্থনীতির বৃদ্ধি তার প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার দ্বারা পরিমাপ করা হয়।
- এইভাবে জাতীয় আয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উপকরণ হিসাবে কাজ করে।
- **জাতীয় আয়** মানে 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি দেশে উৎপাদিত সমস্ত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার মোট আর্থিক মূল্য'।

জাতীয় আয়ের মৌলিক ধারণা

- জাতীয় আয় পরিমাপে ব্যবহৃত কিছু ধারণা নিচে উল্লেখ করা হলো:

1. **মোট দেশজ উৎপাদন** (Gross Domestic Product - GDP)
2. **নীট দেশজ উৎপাদন** (Net Domestic Product - NDP)
3. **মোট জাতীয় উৎপাদন** (Gross National Product - GNP)
4. **নীট জাতীয় উৎপাদন** (Net National Product - NNP)
5. উপাদান খরচে নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP at factor cost)
6. **ব্যক্তিগত আয়** (Personal Income)
7. **ব্যয়যোগ্য আয়** (Disposable Income)
8. **মাথাপিছু আয়** (Per capita Income)
9. **প্রকৃত আয়** (Real Income)
10. **জিডিপি** (GDP deflator)

- **মোট দেশজ উৎপাদন** (Gross Domestic Product - GDP)
  - ✓ জিডিপি হলো একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এক বছরে উৎপাদিত সমস্ত চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার মূল্য। ভারতের জন্য, অর্থবছরটি **১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ** পর্যন্ত।
  - ✓ ক্রয় ক্ষমতা সমতা (Purchasing Power Parity - PPP) অনুযায়ী, ভারতের জিডিপি বিশ্বে **তৃতীয় বৃহত্তম**।

- **নীট দেশজ উৎপাদন (Net Domestic Product - NDP)**
  - ✓ **অবচয় (depreciation)**-এর মূল্য বাদ দিয়ে গণনা করা জিডিপি হলো নীট দেশজ উৎপাদন।
  - ✓ NDP=GDP–Depreciation
  - ✓ একটি অর্থনীতির এনডিপি একই বছরের জিডিপি-র চেয়ে সর্বদা কম হবে।
- **মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product - GNP)**
  - ✓ জিএনপি হলো এক বছরে একটি দেশে বর্তমান উৎপাদনের ফলে বাজার মূল্যে চূড়ান্ত পণ্য ও পরিষেবার মোট প্রবাহের পরিমাপ, যার মধ্যে বিদেশ থেকে অর্জিত নীট আয় অন্তর্ভুক্ত।
  - ✓ সাধারণ সূত্রটি হলো: GNP=GDP+বিদেশ থেকে আয়
    - (বিদেশ থেকে আয় = বাণিজ্য ভারসাম্য + বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ + ব্যক্তিগত প্রেরণ)
  - ✓ ভারতের ক্ষেত্রে, এটি সর্বদা ঋণাত্মক থাকছে (বাণিজ্য ঘাটতি এবং বিদেশী ঋণের উপর সুদ প্রদানের কারণে)। এর মানে হলো, ভারতের জিএনপি গণনা করতে জিডিপি থেকে 'বিদেশ থেকে আয়' বিয়োগ করা হয়।
  - ✓ GNP=GDP+(–বিদেশ থেকে আয়) (ভারতের জিএনপি সর্বদা তার জিডিপি-র চেয়ে কম)
- **নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product - NNP)**
  - ✓ 'অবচয়'-এর কারণে ক্ষতি বাদ দেওয়ার পরে একটি অর্থনীতির জিএনপি হলো নীট জাতীয় উৎপাদন।
  - ✓ NNP=GNP–Depreciation
  - ✓ এটি একটি দেশের আয়ের **বিশুদ্ধতম রূপ (purest form)**।
- **উপাদান খরচে নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP at Factor cost)**
  - ✓ উপাদান খরচে নীট জাতীয় উৎপাদন হলো উৎপাদনের উপাদানগুলিতে করা আয় প্রদানের মোট পরিমাণ। বাজার মূল্যে এনএনপি থেকে পরোক্ষ করের পরিমাণ বিয়োগ করে এবং ভর্তুকি যোগ করে এটি গণনা করা হয়।
  - ✓ **উপাদান খরচে NNP = বাজার মূল্যে NNP – পরোক্ষ কর + ভর্তুকি**
- **ব্যক্তিগত আয় (Personal Income)**
  - ✓ ব্যক্তিগত আয় হলো এক বছরে প্রত্যক্ষ কর প্রদানের আগে একটি দেশের ব্যক্তিরা সমস্ত উৎস থেকে যে মোট আয় পায়।
- **ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income)**
  - ✓ এটি আয়কর প্রদানের পরে ব্যক্তির আয়।
  - ✓ **ব্যয়যোগ্য আয় = ব্যক্তিগত আয় – প্রত্যক্ষ কর**
- **মাথাপিছু আয় (Per Capita Income)**
  - ✓ একটি নির্দিষ্ট বছরে একটি দেশের একজন ব্যক্তির গড় আয়কে মাথাপিছু আয় বলা হয়। জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।
  - ✓ **মাথাপিছু আয় = জাতীয় আয় / জনসংখ্যা**
- **প্রকৃত আয় (Real Income)**
  - ✓ প্রকৃত আয় হলো মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য করার পরে ব্যক্তি বা দেশের আয়। অন্য কথায়, প্রকৃত আয় হলো নামমাত্র আয়ের ক্রয় ক্ষমতা।
- **জিডিপি (GDP deflator)**
  - ✓ জিডিপি হলো জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও পরিষেবার মূল্য পরিবর্তনের একটি সূচক।
  - ✓ GDP deflator=(Nominal GDP/Real GDP)×100

3 অধ্যায়

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র (Sectors Of The Economy)

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র (SECTORS OF THE ECONOMY)

অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়:

- **প্রাথমিক ক্ষেত্র** (Primary Sector)
  - ✓ যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালানো হয়, যেমন - **কৃষি**, খনি, তেল অনুসন্ধান ইত্যাদি।
  - ✓ যখন কোনো দেশের জাতীয় আয় ও জীবিকার ন্যূনতম অর্ধেক কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে, তখন তাকে **কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি** (agrarian economy) বলা হয়।
- **দ্বিতীয় ক্ষেত্র** (Secondary Sector)
  - ✓ এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে আহরিত কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করা হয়। একে **শিল্পক্ষেত্র** (industrial sector)-ও বলা হয়।
  - ✓ যখন এই ক্ষেত্রটি জাতীয় আয় ও জীবিকার ন্যূনতম অর্ধেক জোগান দেয়, তখন তাকে **শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি** (industrial economy) বলা হয়।
- **তৃতীয় ক্ষেত্র** (Tertiary Sector)
  - ✓ এই ক্ষেত্রে সমস্ত পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত, যেমন - **শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকিং, যোগাযোগ** ইত্যাদি।
  - ✓ যখন এই ক্ষেত্রটি জাতীয় আয় ও জীবিকার ন্যূনতম অর্ধেক জোগান দেয়, তখন তাকে **পরিষেবাভিত্তিক অর্থনীতি** (service economy) বলা হয়।

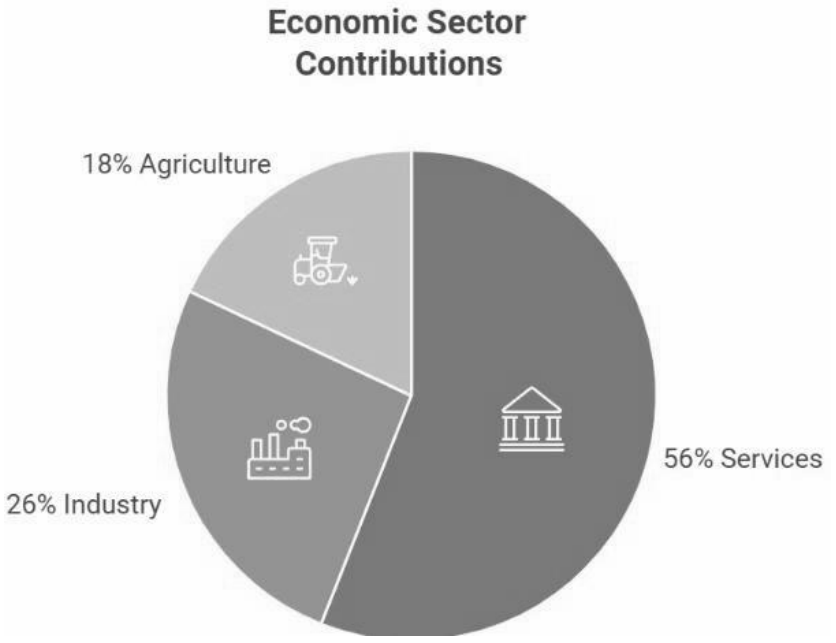

ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ

ক্ষেত্র	বিবরণ	উদাহরণ
প্রাথমিক ক্ষেত্র (কৃষি)	কৃষিভিত্তিক কার্যকলাপ এবং কাঁচামাল উৎপাদন।	গবাদি পশু পালন, মাছ ধরা, খনি, বনজ সম্পদ।
দ্বিতীয় ক্ষেত্র (শিল্প)	কাঁচামালকে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়।	লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, অটোমোবাইল।
তৃতীয় ক্ষেত্র (পরিষেবা)	বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা প্রদান করা হয়।	সরকার, পরিবহন, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য প্রযুক্তি।

- **ভারতের জিডিপিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদান:**
  - ✓ **কৃষি:** ১৬.৫%
  - ✓ **শিল্প:** ২৯.০১%
  - ✓ **পরিষেবা:** ৫৩.০৯%
- দেশের মোট আয়ে কৃষির অংশ কমছে, যেখানে শিল্প ও পরিষেবা খাতের অংশ ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু জীবিকার দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের **৪৮.৭ শতাংশ** মানুষ এখনও কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল।
- কর্মসংস্থান অনুযায়ী খাতের ভাগ: **কৃষি (৪৮%)** : **পরিষেবা (২৭%)** : **শিল্প (২৪%)**।
- ভারত নামমাত্র জিডিপি অনুযায়ী বিশ্বের **পঞ্চম-বৃহত্তম** এবং ক্রয় ক্ষমতা সমতা (PPP) অনুযায়ী **তৃতীয়-বৃহত্তম** অর্থনীতি।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

15

অধ্যায়

ভারতের সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ (১৭৭৩–১৯৪৭)

ব্রিটিশ আগমন ও কোম্পানির শাসন (১৬০০ - ১৮৫৮)

ব্রিটিশরা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (EIC) নামে ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতে আসে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামেও পরিচিত।

১৬০০ সালে এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (ইস্ট ইন্ডিজ) সাথে বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলত ভারতীয় উপমহাদেশ এবং চীনের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করত।

১৭৬৫ সালে, কোম্পানি বেঙ্গল, বিহার ও ওড়িশার রাজস্ব ও নাগরিক বিচারাধীন অধিকারের (দিবানী) অধিকার লাভ করে।

১৮৫৮ সালে, সিপাহি বিদ্রোহের পর, ব্রিটিশ মুকুট সরাসরি ভারতের শাসন গ্রহণ করে।

কোম্পানি শাসন (১৭৭৩-১৮৫৮)

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ১৭৭৩

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ।
- কোম্পানির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।
- বেঙ্গলের গভর্নরকে গভর্নর-জেনারেল অফ বেঙ্গল নিযুক্ত করা হয়।
- গভর্নর-জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য ৪ সদস্যের একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়।
- প্রথম গভর্নর-জেনারেল: লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ।
- বোম্বে ও মাদ্রাসের গভর্নররা বেঙ্গলের গভর্নর-জেনারেলের অধীনস্থ হন।
- ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৩ জন বিচারক ছিলেন।
- কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া এবং উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৭৮১ সালের অ্যাক্ট অব স্যাটেলমেন্ট ১৭৭৩ সালের আইন সংশোধন করে।

পিট-এর ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৭৮৪

- কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা হয়।
- বাণিজ্যিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।
- রাজনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠন করা হয়।
- দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় অঞ্চলগুলোকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভূখণ্ড বলা হয়।

চার্টার অ্যাক্ট ১৮৩৩

- ভারতের কেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত ধাপ।
- বেঙ্গলের গভর্নর-জেনারেল ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল হন।
- প্রথম গভর্নর-জেনারেল অফ ইন্ডিয়া: লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ।
- ১৮৩৩ সালের পূর্ববর্তী আইনগুলো রেগুলেশন নামে পরিচিত, তারপরে অ্যাক্ট নামে অভিহিত।

- কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়।
- সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্য খোলা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন (শুরুর প্রচেষ্টা, পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে চালু)।
- ভারতীয়দের পদাধিকার গ্রহণে বাধা ছিল, তবে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদের বিরোধিতা ছিল।

চার্টার অ্যাক্ট ১৮৫৩

- ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ চার্টার আইন।
- একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়, যা ক্ষুদ্র সংসদ হিসেবে কাজ করত।
- সিভিল সার্ভিসে খোলা প্রতিযোগিতা চালু।
- ১৮৫৪ সালে ম্যাককালে কমিটি সিভিল সার্ভিস সংস্কারের জন্য গঠন করা হয়।
- প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মুকুট শাসন (১৮৫৮ - ১৯৪৭)

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৮৫৮

- সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর পাশ হয়।
- ভারতের উন্নত শাসনের জন্য আইন হিসেবে পরিচিত।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত ও ব্রিটিশ মুকুট সরাসরি শাসন গ্রহণ করে।
- ভারতের গভর্নর-জেনারেলকে ভারতের ভাইসরয় বলা হয়।
- প্রথম ভাইসরয়: লর্ড ক্যানিং ।
- বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস বিলুপ্ত।
- সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া গঠন করা হয়, যিনি ব্রিটিশ সংসদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।
- সেক্রেটারিকে সাহায্য করতে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (১৫ সদস্য) গঠন।
- অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত একক প্রশাসন।
- প্রদেশ শাসনগুলো ভারতের সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।
- আইন, নির্বাহী ও সামরিক ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের কাছে কেন্দ্রীভূত।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট ১৮৬১

- নির্বাহী কাউন্সিলে অ-সরকারি সদস্যদের বিধানসভা কাজের জন্য অন্তর্ভুক্তি।
- ভাইসরয় ভারতীয়দের বিধান পরিষদে মনোনীত করতে পারতেন।
- বেঙ্গল (১৮৬২), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১৮৬৬), ও পাঞ্জাব (১৮৯৭) -এ বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠা।
- পোর্টফোলিও সিস্টেম স্বীকৃত (১৮৫৯ সালে লর্ড ক্যানিং প্রবর্তিত)।
- ভাইসরয়কে আদেশ জারি করার ক্ষমতা প্রদান।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট ১৮৯২

- বিধান পরিষদগুলো বাজেট আলোচনা এবং প্রশ্ন করার ক্ষমতা পায়।
- ভাইসরয় অ-সরকারি সদস্য মনোনয়নের অনুমতি পায়।

মর্লে-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯)

- ভাইসরয়: মিন্টো, সেক্রেটারি অফ স্টেট: মর্লে।
- বিধান পরিষদে নির্বাচন প্রবর্তন।

- ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি।
- ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের প্রথম ভারতীয়: সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিনহা ।
- মুসলিমদের জন্য পৃথক ভোটাধিকার চালু (সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতির প্রথম পদক্ষেপ)।
- মিন্টো 'সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোটাধিকার-এর পিতা' হিসেবে পরিচিত।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯১৯ (মন্ট্যাগু-চেলমসফোর্ড সংস্কার)

- প্রদেশে দ্বৈত শাসন (ডায়ারকি) চালু।
- বিষয়গুলো ভাগ করা হয়:
  - ✓ স্থানান্তরিত বিষয় (মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে, সংসদের কাছে দায়বদ্ধ)।
  - ✓ সংরক্ষিত বিষয় (গভর্নর ও নির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রণে)।
- কেন্দ্রে দ্বি-সদনীয় আইনসভা:
  - ✓ উচ্চকক্ষ: কাউন্সিল অফ স্টেট (৬০ সদস্য, ৩৪ জন নির্বাচিত)
  - ✓ নিম্নকক্ষ: লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (১৪৪ সদস্য, ১০৪ জন নির্বাচিত)
- পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন।
- সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব সিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, অ্যাঙ্গো-ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের জন্য বাড়ানো।

সাইমন কমিশন (১৯২৭)

- ৭ সদস্যের ব্রিটিশ-only কমিটি।
- ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বয়কট।
- দ্বৈত শাসনের বিলুপ্তি সুপারিশ।
- ফলস্বরূপ রাউন্ড টেবিল সম্মেলন (১৯৩০-৩২) অনুষ্ঠিত।

কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড (১৯৩২) ও পুনে চুক্তি

- রামসে ম্যাকডোনাল্ডের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড (১৯৩২) অ-ছাড়পত্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক ভোটাধিকার বাড়ায়।
- মহাত্মা গান্ধী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।
- গান্ধী ও আম্বেদকরের মধ্যে পুনে চুক্তি (১৯৩২) হয়।
- সংবিধানে অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রেণির জন্য পৃথক ভোটাধিকার ছাড়াই সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫

- একটি ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব (বাস্তবায়িত হয়নি)।
- ক্ষমতা ভাগ করা হয়:
  - ✓ ফেডারেল লিস্ট (৫৯টি বিষয়)
  - ✓ প্রভিন্সিয়াল লিস্ট (৫৪টি বিষয়)
  - ✓ কনকারেন্ট লিস্ট (৩৬টি বিষয়)
- অবশিষ্ট ক্ষমতা ভাইসরয়ের হাতে।
- প্রদেশে দ্বৈত শাসন বিলুপ্ত, কেন্দ্রে চালু করার প্রস্তাব (বাস্তবায়িত হয়নি)।
- সংরক্ষিত ভোটাধিকার সম্প্রসারিত (অ-ছাড়পত্র জাতি, নারী, শ্রমিক)।
- মোট জনসংখ্যার ১০% কে ভোটাধিকার প্রদান।
- রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) প্রতিষ্ঠা (১৯৩৫)।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) প্রতিষ্ঠা

- হিলটন-ইয়ং কমিশনের সুপারিশে ১৯২৬ সালে RBI প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।
- ১৯৩৫ সালে কলকাতায় (বর্তমান কলকাতা) RBI গঠিত।
- ১৯৩৭ সালে RBI মুম্বাই (বোম্বে) তে স্থানান্তরিত।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫

প্রাদেশিক ও যৌথ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন।

ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত
প্রতিষ্ঠার বছর	১৯৩৭
স্থান	দিল্লি
আসন	সংসদ ভবনের প্রিন্সেস চেম্বার
প্রথম প্রধান বিচারপতি	মেরিস গুইয়ার
মন্তব্য	বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট ২৮ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসন ৩০ জুন ১৯৪৮ এর মধ্যে ভারতে শেষ হবে।
- মুসলিম লীগ ভারতের বিভাজনের দাবি জানায়।
- ৩ জুন ১৯৪৭, সরকার ঘোষণা করে যে সংবিধান বাধ্যতামূলক নয় যারা না চায় তাদের জন্য।
- একই দিনে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিভাজন পরিকল্পনা (মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা) উপস্থাপন করেন।
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে।

ভারত স্বাধীনতা আইনের মূল ধারা, ১৯৪৭

- ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ও ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ভারতকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা।
- দেশকে ভারত ও পাকিস্তানে ভাগ করার বিধান।
- ভাইসরয়ের পদ বাতিল ও প্রতিটি ডোমিনিয়নের (ভারত ও পাকিস্তান) জন্য গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের বিধান।
- সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান সভাগুলিকে ক্ষমতা প্রদান।
- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বিলুপ্ত।
- প্রিন্সলি রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়:
  - ✓ ভারত যোগদান
  - ✓ পাকিস্তান যোগদান
  - ✓ স্বাধীন থাকা
- সিভিল সার্ভেন্টদের সকল সুবিধা বজায় রাখার সুযোগ।

স্বাধীনতা পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগসমূহ

পদবী	ব্যক্তি
স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	জওহরলাল নেহরু (শপথগ্রহণ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা)
পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

ভারতের সংবিধান নির্মাণের ঐতিহাসিক পর্ব (১৯৪৭ সালের আগে)

প্রধান ঘটনা ও আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বছর	আইন / ঘটনা	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
১৭৭৩	রেগুলেটিং অ্যাক্ট	ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম পদক্ষেপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; বাংলার গভর্নর-জেনারেল স্থাপন।
১৭৮৪	পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট	ডুয়াল গভর্নমেন্ট চালু: বোর্ড অব কন্ট্রোল (রাজনৈতিক) + কোর্ট অফ ডিরেক্টরস (বাণিজ্যিক)।
"১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩"	চার্টার অ্যাক্ট	"কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা শেষ, প্রশাসন কেন্দ্রীয়করণ, সিভিল সার্ভিসে খোলা প্রতিযোগিতা শুরু।"
১৮৫৮	গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট	১৮৫৭ এর বিদ্রোহের পর কোম্পানি শাসন শেষ; ক্ষমতা ব্রিটিশ ক্রাউনকে হস্তান্তর; ভাইসরয় নিযুক্ত।
১৮৬১	ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট	আইনসভায় আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ; আইনসভা প্রতিষ্ঠা।
১৮৯২	ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট	কাউন্সিল সম্প্রসারিত; ভারতীয়দের সীমিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া।
১৯০৯	মর্লে-মিন্টো সংস্কার	আলাদা নির্বাচনী ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য চালু; ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি।
১৯১৯	মন্টাগু-চেলমসফোর্ড সংস্কার	প্রদেশে দ্বৈত শাসন (রিজার্ভ ও ট্রান্সফার্ড বিষয়); দ্বি-সদন কেন্দ্রীয় আইনসভা।
১৯৩৫	গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট	"বৃহত্তম আইন; অল-ইন্ডিয়া ফেডারেশন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ফেডারেল কোর্ট প্রস্তাব।"
১৯৪৬	কেবিনেট মিশন প্ল্যান	সংবিধান রচনার জন্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন প্রস্তাব।
১৯৪৭	ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট	ভারত বিভক্ত; কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান; ভারত স্বাধীন।

QUICK REVISION – ভারতের সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ আগমন ও কোম্পানি শাসন (১৬০০–১৮৫৮)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

- ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রাথমিকভাবে পূর্ব ইন্ডিজে বাণিজ্যের জন্য, পরে ভারতে সক্রিয়।

দিবানী অধিকার

- ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় রাজস্ব ও সিভিল বিচার অধিকারের অধিকার পায়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

- কোম্পানির শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ ক্রাউন শাসনের শুরু।

কোম্পানি শাসনের আইনি পদক্ষেপ (১৭৭৩–১৮৫৮)

আইন	মূল বিষয়বস্তু
"রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩"	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের প্রথম আইন; বাংলার গভর্নর-জেনারেল (ওয়ারেন হেস্টিংস) ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন; কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট।
"পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৭৮৪"	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা: বোর্ড অব কন্ট্রোল (রাজনৈতিক) ও কোর্ট অব ডিরেক্টরস (বাণিজ্যিক)।
"চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৩৩"	ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত (লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক); কোম্পানির বাণিজ্যিক দায়িত্ব শেষ; সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতা চালু।
"চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৫৩"	আইনসভা গঠন; সিভিল সার্ভিসে খোলা প্রতিযোগিতা; সত্তেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় আইসিএস অফিসার।

ব্রিটিশ ক্রাউন শাসনের আইন (১৮৫৮–১৯৪৭)

আইন	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
"গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৮৫৮"	কোম্পানি শাসনের অবসান; ব্রিটিশ ক্রাউন শাসন শুরু; গভর্নর-জেনারেলকে ভাইসরয় পদে উন্নীত করা হয় (প্রথম ভাইসরয়: লর্ড ক্যানিং)।
"ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট, ১৮৬১"	আইনসভায় অ-সরকারী ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি; মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থা স্বীকৃতি।
"ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট, ১৮৯২"	বাজেট আলোচনা ও প্রশ্ন করার অধিকার প্রদান; অ-সরকারী সদস্য মনোনয়ন।
"মর্লে-মিন্টো সংস্কার, ১৯০৯"	নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু; মুসলমানদের জন্য আলাদা ভোটব্যবস্থা; ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি (সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা ভাইসরয়ের কাউন্সিলে যোগদান)।
"মন্টাগু-চেলমসফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯"	প্রদেশে দ্বৈত শাসন (Reserved ও Transferred subjects); দ্বি-সদন কেন্দ্রীয় আইনসভা; পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা।
"সিমন কমিশন, ১৯২৭"	"শুধুমাত্র ব্রিটিশ সদস্যদের কমিশন, ভারতীয় বর্জিত, রাউন্ড টেবিল সম্মেলনের সূত্রপাত।"
"কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড, ১৯৩২"	সংখ্যালঘু জাতি ও শোষিত জাতির জন্য আলাদা ভোটব্যবস্থা; গান্ধী-অম্বেদকরদের মধ্যে পুনা চুক্তি।
"গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫"	"বৃহত্তম আইন; ফেডারেশন প্রস্তাব, তিনটি তালিকা (ফেডারেল, প্রাদেশিক, সম্মিলিত); রিজার্ভ ব্যাংক ও ফেডারেল কোর্ট গঠন; ভোটাধিকার বৃদ্ধি।"

রিজার্ভ ব্যাংক ও ফেডারেল কোর্ট

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)

- হিল্টন-ইয়াং কমিশনের প্রস্তাব (১৯২৬), ১৯৩৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৭ থেকে মুম্বাইয়ে কার্যক্রম শুরু।

ফেডারেল কোর্ট

- ১৯৩৭ সালে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত; প্রথম প্রধান বিচারপতি: মোরিস গুইয়ার; বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫০ সালে শুরু।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

মূল বিষয়	বিস্তারিত
তারিখ	ঘোষণা: ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭; কার্যকর: ১৫ আগস্ট ১৯৪৭।
বিভাজন পরিকল্পনা	মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান (৩ জুন ১৯৪৭); কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ।
মূল ধারা	ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত; ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র; ভাইসরয় থেকে গভর্নর-জেনারেল; কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আইন প্রণয়ন ক্ষমতায়।
রাজারাজা রাজ্য	"ভারত, পাকিস্তান অথবা স্বাধীন থাকা নির্বাচন করতে পারবে।"
সিভিল সার্ভিস	স্বাধীনতার পরও সুবিধা বজায় থাকবে।

স্বাধীনতার পর প্রধান দায়িত্বপালকদের নাম

পদবী	ব্যক্তি
প্রথম ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	জওহরলাল নেহরু
পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

Toppersnotes
Unleash the topper in you

39 অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের আকার ও অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি রাজ্য, যা উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রধান তথ্যসমূহ:

- জনসংখ্যার বিচারে এটি ভারতের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য।
- আয়তনের বিচারে এটি ভারতের ১৩তম বৃহত্তম রাজ্য।
- পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য এবং আয়তনে ভারত বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ।
- এর মোট আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার।
- এর রাজধানী কলকাতা, যা ভারতের সপ্তম বৃহত্তম শহর এবং তৃতীয় বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল।
- পশ্চিমবঙ্গ তার সীমানা পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা তিনটি দেশের সঙ্গে ভাগ করে।

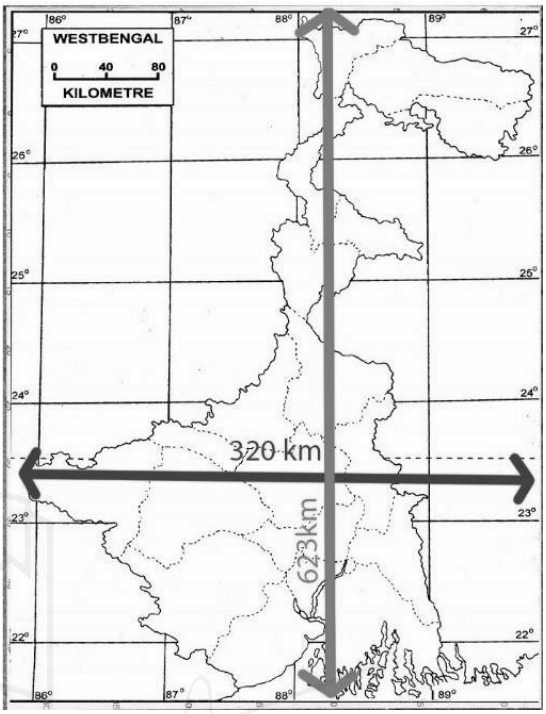

রাজ্য সীমানা (State Boundary)

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পাঁচটি রাজ্যের সীমানা রয়েছে:

রাজ্য	দিক	দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
ঝাড়খণ্ড	পশ্চিমে	৫০০ কিমি	এটি দীর্ঘতম রাজ্য সীমানা
বিহার	পশ্চিমে	৩০০ কিমি	
ওড়িশা	দক্ষিণে	১৫০ কিমি	
আসাম	উত্তর-পূর্বে	৯০ কিমি	
সিকিম	উত্তরে	৬০ কিমি	

আন্তর্জাতিক সীমানা (International Boundary)

তিনটি দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে:

দেশ	দিক	দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
বাংলাদেশ	পূর্বে	২২১৭ কিমি	এটি দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমানা
ভুটান	উত্তর-পূর্বে	১৫০ কিমি	
নেপাল	উত্তর-পশ্চিমে	৯০ কিমি	

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশগত বিস্তার

বিস্তার	অবস্থান
অক্ষাংশ	২১°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৭°১০′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।
উত্তর সীমা	২৭°১০′ উত্তর অক্ষাংশ
দক্ষিণ সীমা	২১°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ
দ্রাঘিমাংশ	৮৫°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯°৫৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে।
পশ্চিম সীমা	৮৫°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
পূর্ব সীমা	৮৯°৫৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তার

দিক	দূরত্ব
উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে	৬২৩ কিমি
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে	৩২০ কিমি

কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer): ২৩ ½° উত্তর অক্ষাংশ

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল জেলা ও শহরের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer) অতিক্রম করেছে, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

জেলা (District)	উল্লেখযোগ্য স্থান / শহর (Area / City / Town)
নদিয়া (Nadia)	কৃষ্ণনগর (Krishnanagar), ধুবুলিয়া (Dhubulia)
পূর্ব বর্ধমান (Purba Bardhaman)	পূর্বস্থলী (Purbasthali), গুসকরা (Guskara), আউশগ্রাম (Ausgram)
পশ্চিম বর্ধমান (Paschim Bardhaman)	দুর্গাপুর (Durgapur)
বাঁকুড়া (Bankura)	বড়জোড়া (Barjora), গঙ্গাজলঘাটি (Gangajalghati)
পুরুলিয়া (Purulia)	আদ্রা (Adra), জয়পুর (Jaipur)

পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক বা সর্বশেষ জেলাসমূহ

এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের চার দিকের সর্বশেষ জেলাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে।

দিক (Direction)	জেলা (District)
পূর্বতম (East Most)	কোচবিহার (Cooch Behar)
পশ্চিমতম (West Most)	পুরুলিয়া (Purulia)
দক্ষিণতম (South Most)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা (South 24 Pargana)
উত্তরতম (North Most)	দার্জিলিং (Darjeeling)

পশ্চিমবঙ্গের সংকীর্ণতম অংশটি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়াতে অবস্থিত, যা মাত্র ৯ কিলোমিটার চওড়া। এই অঞ্চলটি "চিকেন'স নেক" (Chicken's Neck) নামেও পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক পরিকাঠামো

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৩টি জেলা রয়েছে। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য রাজ্যটিকে পাঁচটি বিভাগে (Administrative Divisions) ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগের একটি করে সদর দপ্তর (Headquarter) আছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ

বিভাগ (Division)	সদর দপ্তর (Headquarter)	অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ (Districts)
জলপাইগুড়ি বিভাগ	জলপাইগুড়ি	দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার
মালদা বিভাগ	ইংরেজ বাজার	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ
বর্ধমান বিভাগ	চুঁচুড়া	পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম
মেদিনীপুর বিভাগ	মেদিনীপুর	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	কলকাতা	হাওড়া, কলকাতা, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জলপাইগুড়ি বিভাগ (Jalpaiguri Division)

- **সদর দপ্তর (Headquarter):** জলপাইগুড়ি

- **এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ (Districts under this division):**
  - ✓ দার্জিলিং (Darjeeling)
  - ✓ কোচবিহার (Cooch Behar)
  - ✓ জলপাইগুড়ি (Jalpaiguri)
  - ✓ কালিম্পং (Kalimpong)
  - ✓ আলিপুরদুয়ার (Alipurduar)

মালদা বিভাগ (Malda Division)

- **সদর দপ্তর (Headquarter):** ইংরেজ বাজার
- **এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ (Districts under this division):**
  - ✓ উত্তর দিনাজপুর (Uttar Dinajpur)
  - ✓ দক্ষিণ দিনাজপুর (Dakshin Dinajpur)
  - ✓ মালদা (Malda)
  - ✓ মুর্শিদাবাদ (Murshidabad)

বর্ধমান বিভাগ (Burdwan Division)

- **সদর দপ্তর (Headquarter):** চুঁচুড়া
- **এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ (Districts under this division):**
  - ✓ পশ্চিম বর্ধমান (Paschim Bardhaman)
  - ✓ হুগলী (Hooghly)
  - ✓ পূর্ব বর্ধমান (Purba Burdwan)
  - ✓ বীরভূম (Birbhum)

মেদিনীপুর বিভাগ (Medinipur Division)

- **সদর দপ্তর (Headquarter):** মেদিনীপুর
- **এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ (Districts under this division):**
  - ✓ বাঁকুড়া (Bankura)
  - ✓ ঝাড়গ্রাম (Jhargram)
  - ✓ পশ্চিম মেদিনীপুর (Paschim Medinipur)
  - ✓ পূর্ব মেদিনীপুর (Purba Medinipur)
  - ✓ পুরুলিয়া (Purulia)

প্রেসিডেন্সি বিভাগ (Presidency Division)

- **সদর দপ্তর (Headquarter):** কলকাতা
- **এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ (Districts under this division):**
  - ✓ হাওড়া (Howrah)
  - ✓ কলকাতা (Kolkata)
  - ✓ নদীয়া (Nadia)
  - ✓ উত্তর ২৪ পরগনা (North 24 Parganas)
  - ✓ দক্ষিণ ২৪ পরগনা (South 24 Parganas)

Toppersnotes Unleash the topper in you